জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ সহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করতে হবে: টিআইবি

ঢাকা, ২ অক্টোবর ২০১১: জলবায়ু তহবিল থেকে অর্থ ছাড়, প্রকল্প নির্বাচন, মূল্যায়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ সহ সকল স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করতে আহ্বান জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল এর সভাপতিত্বে আজ রাজধানীর নিউ ইস্কাটনে অবস্থিত বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা সংক্রান্ত জাতীয় মতবিনিময় সভায় এই আহ্বান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী এম.পি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ড. আতিক রহমান।

অনুষ্ঠানে 'জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: সুশীল সমাজের সম্পৃক্তির চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাসমূহ' শীর্ষক এক উপস্থাপনায় টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন অভিজোজন ও উপশম সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য উন্নত বিশ্বের দেশগুলো আগামী ২০২০ সালের মধ্যে প্রায় ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ইতোমধ্যে প্রায় ২১০০ কোটি টাকার ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। জলবায়ু তহবিল প্রবাহের এই ক্রমবৃদ্ধির সাথে সাথে তহবিল ব্যবহারের স্বচ্ছতার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিলের দু'টি উৎস থেকে তহবিল ব্যবহারের প্রেক্ষিতে সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের দরূণ ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীদের পরামর্শ ও অভিমত গ্রহণ অপরিহার্য।

তিনি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ট্রাস্ট তহবিলের ১৫ সদস্যের কমিটিতে সরকারি কর্মকর্তাদের আধিক্যের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পেতে পারে বলে আশংকা ব্যক্ত করেন। 'আমাদের ভীতি ও আশংকা রয়েছে জলবায়ু তহবিলের অর্থ প্রকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর কাছে নাও পৌঁছাতে পারে।' সেজন্যই টিআইবি তহবিলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সরকার সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন পরিচালনা করবে বলে তিনি জানান।

তিনি জানান, সরকারি ব্যবস্থানায় ট্রাস্ট তহবিল থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রায় ৪৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ৯৬ শতাংশ। অন্যদিকে বিভিন্ন এনজিও গুলোর জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ১৮ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৪ শতাংশ।

অনুষ্ঠানে টিআইবি'র জলবায়ু সংক্রান্ত নতুন প্রকল্প 'জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা' এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) এর উদ্যোগে যে ছয়টি দেশে এই জাতীয় প্রকল্প নেয়া হয়েছে, বাংলাদেশ তার অন্যতম। অন্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলো হচ্ছে ডোমেনিকান রিপাবলিক, কেনিয়া, মালদ্বীপ, মেক্সিকো এবং পেরু।

প্রকল্পে চারটি উপাদানের মাধ্যমে গবেষণা, অ্যাডভোকেসি, নেটওয়ার্কিং এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন কর্মকান্ড গ্রহণ করা হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিচালিত দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন কৌশল ব্যবহৃত হবে এই প্রকল্পে।

অনুষ্ঠানে ড. আতিক রহমান বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। এ সংক্রান্ত অর্থায়ন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। কেননা আন্তর্জাতিক মহলে এর ওপর রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। তাই জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ট্রাস্ট তহবিল কমিটিতে নিয়োগকৃতদের যোগ্যতা, নিয়োগ প্রক্রিয়া, গ্রহণকৃত সিদ্ধান্ত সমূহ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে।' এ ছাড়াও তিনি স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য সুপারিশ করেন।

সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, 'যেসব এনজিও সমূহকে জলবায়ু সংক্রান্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, তাদের নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কোনো নীতিমালা অনুসরণ করা হয়নি। সেইসাথে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ও নেই।' তাই পরিকল্পনাগুলো

তুণমূল পর্যায়কে মাথায় রেখে করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করে কথা বলেন। এক্ষেত্রে তিনি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটিকে সম্পৃক্ত করে টিআইবি কে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য অনুকরণীয় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবিলায় প্রকল্প বাস্তবায়নে মডেল কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন।

সবশেষে সুলতানা কামাল জলবায়ু পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সরকার ও জনগণের মধ্যে কার্যকর সেতুবন্ধন প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। যাতে করে সরকারি কার্যক্রমে জনপ্রতিনিধিত্বের প্রকৃত স্বরূপ প্রতিফলিত হয়।

গণমাধ্যম যোগাযোগঃ

রিজওয়ান–উল–আলম
পরিচালক
আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন
০১৭১৩০৬৫০১২
ই–মেইল: rezwan@ti-bangladesh.org